Bangladesh Journal of Political Economy

© 2012 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 111-117
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থান ঃ একটি পর্যালোচনা

হাসিনা বানু*

ভূমিকা

বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১ কোটি ৬০ লক্ষ প্রতিবন্ধী। সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান না থাকার ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা বেশ দু:সাধ্য ব্যপার। এরপরও প্রতিবন্ধী মানুষগুলো সংগঠিত হয়ে এগিয়ে চলেছে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে। যার প্রতিশ্রুতিতে জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে বাংলাদেশ সরকার অণুস্বাক্ষর করেছে এবং এর ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিমালাতেও স্বাক্ষর করেছে। স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আমাদের দেশের সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সংবেদনশীল ও আন্তরিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ সনদের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী একটি আইন তৈরি হয়নি যেখানে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য অধিকার সংরক্ষিত হবে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, ন্যায়বিচার, আইনি সহায়তা, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন প্রতিবন্ধীতার ধরন অনুযায়ী সঠিক পরিসংখ্যান, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় বাজেটে অধিক বরাদ্দ।

সরকার চরম দারিদ্র এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রতিবন্ধীতার সাথে দারিদ্রের যোগসুত্রটি অত্যন্ত নিবিড় বলে সরকারের সকল সেবায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং সরকারকে বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। অনগ্রসর প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে প্রতিবন্ধী বান্ধব বাজেট তৈরি করতে হবে এবং তাদের পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে তাদেরকে সম্পদে পরিণত করতে হবে।

প্রতিবন্ধী কারা? সমাজে তাদের অবস্থান

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ অনুযায়ী

১। জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হলে তাকে প্রতিবন্ধী বলা যাবে।

২। উক্ত বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে স্থায়ীভাবে বা আংশিকভাবে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনে অসমর্থ হয়।

* অধ্যক্ষ, সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর।

২০১০ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রদত্ত গড় হার থেকে অর্থনীতিবিদ ডঃ আবুল বারকাত যে তথ্য দিয়েছেন সে অনুযায়ী বাংলাদেশে ১ কোটি ৬০ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষ মোটামুটি পাঁচ ধরণের প্রতিবন্ধীতার শিকার হয়। যেমন মোট প্রতিবন্ধীদের মধ্যে

- শারীরিক প্রতিবন্ধী শতকরা ৫২.৫২ জন।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শতকরা ১৫.০৭ জন।
- বাকশ্রবণ প্রতিবন্ধী শতকরা ১৪.৮৭ জন।
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শতকরা ১০.৮৭ জন।
- বহুমুখি প্রতিবন্ধী শতকরা ৬.৬৭ জন।

প্রতিবন্ধীতার এই হার যদি হ্রাস করার চেষ্টা করা না হয় তাহলে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে আজকের এই ১ কোটি ৬০ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষের সম্ভাব্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে আনুমানিক ৫ কোটি ২ লক্ষ অর্থাৎ আগামী ১০ বছরে মোট প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৩ গুণ বাড়বে। মানুষের নৈতিকতা, মানবিকতা, বিচারবুদ্ধি ও বোধগম্যতা কোন দিক থেকেই এ অবস্থা কাম্য হতে পারে না।

প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণেও প্রতিবন্ধীতার হার বৃদ্ধি কাম্য নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসীম সম্ভাবনার এই শতকে রাষ্ট্র যদি প্রতিবন্ধীতা নিয়ন্ত্রণ যোগ্য বা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব কার্যকর ব্যবস্থাদি পূর্ণ অঙ্গীকার সহ বাস্তবায়ন করতে পারে তবে বার্ষিক প্রতিবন্ধীতা সংযোজনের হার ৫০ ভাগ কমানো সম্ভব। নিয়ন্ত্রণ সম্ভব এই বিষয়গুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ঃ

১. মাতৃত্বকালীন সেবা প্রদান নিশ্চিত ও উন্নত করা।
২. সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৩. সহিংসতা উদ্ভূত দুর্ঘটনা হ্রাসে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৪. দুর্ঘটনা উত্তর স্বাস্থ্যসেবা চিকিৎসায় বিলম্ব হ্রাস করা।
৫. উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা।
৬. বিভিন্ন ধরনের ইনজুরি (আঘাত) হ্রাসে পদক্ষেপ নেয়া।
৭. প্রতিবন্ধী সহায়ক অসুখ বিসুখ দূর করার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৮. জন্মসূত্রে প্রতিবন্ধী অবস্থার চিকিৎসাসহ জীবনমান উন্নয়নের সকল ব্যবস্থা উন্নততর করা।

প্রতিবন্ধীতা হ্রাসের উল্লিখিত 'নিয়ন্ত্রণ সম্ভব' পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করলে ২০২১ সালে মোট প্রতিবন্ধী মানুষের সম্ভাব্য সংখ্যা ৫.২ কোটি থেকে হ্রাস পেয়ে ২.৮ কোটিতে দাঁড়াতে পারে। যারা তাদের জীবদ্দশায় দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রে যথাযোগ্য অবদান রাখতে পারবেন।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামজিক অবস্থান

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির একটি বড় কারণ হল, এদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দরিদ্র। প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি রাষ্ট্র তার দায়-দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয় বলে প্রতিবন্ধীতা বাড়ে এবং যুক্তিযুক্ত কারণে দরিদ্রতাও বাড়ে। মানুষের জন্য যত রকমের বঞ্চনা-দুর্দশা প্রযোজ্য হতে পারে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য তার সবটাই পূর্ণ মাত্রায় কার্যকরী হয়। তাদের এই দুর্দশা কয়েকটি দিক থেকে হতে পারে। যেমন ঃ

ক) প্রতিবন্ধী হিসেবে; খ) দরিদ্র-বিত্তহীন প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্য হিসেবে; এবং গ) দরিদ্র পরিবারের প্রতিবন্ধী নারী হিসেবে। একটি নমুনা জরিপে দেখা যায় বাংলাদেশের ১ কোটি ৬০ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষের মধ্যে ঃ

১.	১ কোটি ৬ লক্ষ	-	দরিদ্র-বিত্তহীন
২.	২৭ লক্ষ	-	নিম্ন মধ্যবিত্ত
৩.	১৬ লক্ষ	-	মধ্য মধ্যবিত্ত
৪.	৭ লক্ষ	-	উচ্চবিত্ত এবং মাত্র
৫.	৪.৪ লক্ষ	-	ধনী পরিবার থেকে এসেছে।

খাদ্যসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির ঊর্ধ্বগতিতে এবং বেকারত্বের উচ্চমাত্রায় নিম্ন মধ্যবিত্তরা দিন দিন দরিদ্র বিত্তহীনদের কাতারে যোগ হচ্ছে। আর এই প্রান্তিক মানুষেরা বেশির ভাগই গ্রামে বাস করেন। মোট প্রতিবন্ধীদের গ্রাম-শহর অনুপাতটি ৭৬%-২৪% হলেও দিনে দিনে নিম্ন মধ্যবিত্তেরা, দরিদ্র ও বিত্তহীন হয়ে পড়ায় গ্রামে বসবাসকারী প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি হয়ে পড়ছে।

২০১০ সালের ১.৬ কোটি প্রতিবন্ধী মানুষের আর্থসামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে দেখা যায় গ্রামে বসবাসকারী

দরিদ্র প্রতিবন্ধী শতকরা	-	৮৬.৩ জন
নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রতিবন্ধী শতকরা	-	১৯.৪ জন
মধ্যবিত্ত প্রতিবন্ধী শতকরা	-	৯.৮ জন
উচ্চ মধ্যবিত্ত প্রতিবন্ধী শতকরা	-	৩.৬ জন

২০১০ সালের ১.৬ কোটি প্রতিবন্ধী মানুষের আর্থসামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে দেখা যায় শহরে বসবাসকার

দরিদ্র প্রতিবন্ধী শতকরা	-	১৯.২ জন
নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রতিবন্ধী শতকরা	-	৭.৭ জন
মধ্যবিত্ত প্রতিবন্ধী শতকরা	-	৫.৮ জন
উচ্চ মধ্যবিত্ত প্রতিবন্ধী শতকরা	-	৩.৮ জন

(উৎস ডঃ আবুল বারকাত-প্রতিবন্ধী অধিকার ঃ বাজেট ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা)

এ থেকে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় ২০১২ সালে প্রতিবন্ধীদের আনুপাতিক হার দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত পরিবারে আরো বেড়েছে। প্রতিবন্ধীতার সাথে দারিদ্রের যোগসূত্রের বিষয়টি স্পষ্ট করলে এদেশে প্রতিবন্ধী মানুষের অবস্থানটিও পরিষ্কার বোঝা যায়। যেমন ঃ

(ক) প্রতিবন্ধীতা-আর্থসামাজিক শ্রেণী নিরপেক্ষ বিষয় নয়। অর্থাৎ ধনী গরিব নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী হয় না। বিত্তবানদের তুলনায় এদেশে দরিদ্ররা অধিক হারে প্রতিবন্ধীতার শিকার হন। দারিদ্রতা নিজেই প্রতিবন্ধী সৃষ্টির অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে। কারণ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাব থেকেই আরো অনেক অভাবজাত সমস্যা ও বঞ্চনার সৃষ্টি হয়। অভাব ও বঞ্চনার চক্রে দরিদ্র প্রতিবন্ধী মানুষ আরো দরিদ্র হয়।

(খ) দারিদ্র যেমন প্রতিবন্ধীতা সৃষ্টির কারণ হয় তেমনি প্রতিবন্ধীতা দারিদ্র বাড়ায়। কারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি যত্নবান হওয়ার কারণে খাদ্য-শিক্ষা-চিকিৎসা ব্যয় কাঠামোতে এমন ধরণের বৈষম্যমূলক পরিবর্তন ঘটে যায় যার পরিণতিতে নতুন কেউ প্রতিবন্ধী হয়ে যেতে পারে।

(গ) রাষ্ট্র যদি প্রতিবন্ধীদের দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ হয় তবে নিশ্চিত ভাবেই বিত্তহীন-দরিদ্র-নিম্নমধ্যবিত্ত প্রতিবন্ধী মানুষের অবস্থান ঐ সকল পরিবারকে উত্তরোত্তর আর্থিকভাবে দূর্বল করে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে তাদের প্রকৃত আয় কমে যায় এবং খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা ব্যয় ক্রমাগত বাড়ে। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীতা দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ায় প্রতিবন্ধীতা বাড়ে এবং যুক্তিযুক্ত কারণেই তা দরিদ্রতাকে বৃদ্ধি করে।

(ঘ) প্রতিবন্ধীতা ধনী নির্ধন নির্বিশেষে মানুষের জন্য এক ধরনের বঞ্চনার চক্র সৃষ্টি করে। যার মধ্যে আছে প্রতিবন্ধীতার কারণে ঃ

১। ক্ষমতাহীনতা (Powerlessness) (এতে প্রতিবন্ধীরা ক্রমাগত বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হন)।
২। ভঙ্গুরতা (Vulnerability) (নিচু হিসেবে দেখা, অবজ্ঞা করা, বিশেষ করে মেয়েদের বেলায় সহিংস আচরণ করা)।
৩। শারীরিকি দুর্বলতা (Physical weakness) (অসুস্থতা, মানসিক পীড়ন, ভারসাম্য হীনতা, দুশ্চিন্তা উদ্ভূত রোগ জন্মে)।
৪। দারিদ্র (Poverty) (অর্থনৈতিক নিগ্রহ,অধিকারহীনতা, দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি, আর্থিক শক্তির অধোগতি)।
৫। নিঃসঙ্গতা ও সংশ্লিষ্ট মানসিক দুর্দশা (Isolation and psychological distress) (পারিবারিক বন্ধন থেকে বিচ্যুতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে বাধা, অনাগ্রহ, সামাজিক মর্যাদা হ্রাস ইত্যাদি)।

এই বঞ্চনার বৃত্ত ভাঙ্গার জন্য শিক্ষাকে মূল নিয়ামক হিসেবে ধরলেও দেখা যাচ্ছে সরকারের সদিচ্ছা এবং উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও এবং জাতীয় শিক্ষা নীতিতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবন্ধীবান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের বিষয়ে গুরুত্ব দিলেও কিভাবে তা বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনা নেই বিধায় ২০১২ সালে এসেও দেখা যায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা অনেক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন- শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নেতিবাচক আচরণ, সব প্রতিষ্ঠানে র‍্যাম্প ব্যবস্থা চালু না থাকা, ব্রেইল বা ইশারা ভাষায় শিক্ষা দানের অনভিজ্ঞতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের ধারণ ক্ষমতাকে নজর আন্দাজ করা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি থেকে দুরে রাখা, শ্রেণীকক্ষ, শৌচাগার ইত্যাদি প্রতিবন্ধীবান্ধব না হওয়া, পাঠ্য পুস্তকে প্রতিবন্ধী বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না থাকা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশগম্যতা না থাকা ইত্যাদি। যেহেতু শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড তাই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠিকে অন্যান্য সহায়তার মধ্যে শিক্ষা সহায়তা বেশী দেয়া প্রয়োজন, কারণ শিক্ষার সুযোগই তাদেরকে দেশের দায় নয়, সম্পদে পরিণত করবে।

২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ এর বাজেট বরাদ্দ

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকলেও সরকার প্রতিবন্ধী মানুষদের মানুষ হিসেবে কতখানি মূল্যায়ন করেছে তা ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেটের আলোকে নিরুপণ করা যাক। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ ছিলো ৩৮,৫০০ কোটি টাকা। ১০% প্রতিবন্ধী মানুষের বিবেচনা থেকে সমানুপাতিক বরাদ্দ হলেও তাদের ৩,৮৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়া দরকার কিন্তু

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় অসচ্ছল প্রতিবন্ধী খাতে বরাদ্দ ছিলা মাত্র ১১০ কোটি টাকা। উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দের মাত্র ০.৩০ শতাংশ বরাদ্দ ছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য।

আবার ২০১১-১২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ৪৭,২৭৬ কোটি টাকা। মোট আনুমানিক ১,০০০ টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৭ টি প্রকল্প ছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের। এর মধ্যে ৩টি প্রত্যক্ষভাবে আর ৪টি পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী সহায়ক। অর্থাৎ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাধীন প্রকল্পসমূহের মাত্র ০.৭ ভাগ প্রকল্প ছিল প্রতিবন্ধী সহায়ক। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির জন্য শুধুমাত্র সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও কল্যাণ কর্মসূচীতে বরাদ্দ ছিল, যেমন ঃ

- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা ছিল ২ লক্ষ ৮৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ১০২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মাথা পিছু বরাদ্দ ছিল মাত্র ৫,১৪৬ টাকা।
- সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচীতে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তিতে ১৯ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য বরাদ্দ ছিল ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪,৬৩২ টাকা।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের স্কুলের জন্য মঞ্জুরী ছিল ১২ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪,৮৪২ টাকা।
- সামাজিক ক্ষমতায়নে এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পূর্ণবাসন তহবিলে ৮০ লক্ষ প্রতিবন্ধীর জন্য বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ১.৮৭ টাকা।
- প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে ৪২ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ ছিল ৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল ১৭.২৬ টাকা।

আলোচিত দুইটি অর্থবছরের বাজেটে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা শুধু সামান্য নয় বরং বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সঙ্গে নির্দয়ভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকলেও নির্দিষ্ট ও সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠি উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন সঠিক পরিকল্পনা দৃষ্টিগোচর হয়না। বাজেটে তাদের জন্য কোন্ খাতে নূন্যতম কত পরিমাণ বরাদ্দ রাখা জরুরী সে রকম কোন সরকারি কর্মসূচীও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এবং বাজেটে বৈষম্যের কারণে কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, আইনি সহায়তা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এরা আরো পিছিয়ে পড়ছে, বঞ্চনার শিকার হচ্ছে এবং এদের অবস্থান আরো প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

২০১২-১৩ সালের বাজেটে সুপারিশ মালা

প্রতিবন্ধীদের জন্য বিগত অর্থবছরগুলোর যে বাজেট বরাদ্দ ছিল তা তাদের ভাগ্যোন্নয়নে সামান্যই সহায়তা করেছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই সাংবিধানিক নির্দেশের প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখে প্রতিবন্ধী গোষ্ঠিকে পূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচনায় আনতে সরকারের ঘোষিত প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গিকার সমূহ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। তাই বাজেটটি যেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠির প্রতি সংবেদনশীল এবং প্রতিবন্ধী বান্ধব হয় সে লক্ষ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি উপস্থাপন করছি।

১। শিক্ষাই যেহেতু উন্নয়নের চাবিকাঠি তাই প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হোক।

২। সীমিত আকারে নয় (যেটা বর্তমানে আছে) শতভাগ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা জরুরী।

৩। আইটি সেক্টরে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং লাইব্রেরিতে ব্রেইল বই, টকিং বই ও কম্পিউটারে জজ সফ্টওয়ার সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করা দরকার। প্রসংগত উল্লেখ্য যথাযথ শিক্ষা না পাওয়ার জন্য 'কোটা' থাকা সত্ত্বেও এরা উচ্চ শিক্ষা এবং চাকুরীতে অংশ গ্রহণ করতে পারছে না।

৪। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা ৩০০ টাকা থেকে দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির সংগে সামঞ্জস্য রেখে কমপক্ষে ১০ গুণ বৃদ্ধি করা হোক।

৫। সরকার প্রদত্ত সকল দরিদ্র ও দুঃস্থ ভাতার মধ্যে প্রতিবন্ধীদের অর্ন্তভুক্ত করে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ প্রয়োজন।

৬। প্রতিবন্ধী নারীরাও যাতে দরিদ্র মাতৃত্বকালীন ভাতা পায় মানবিক দিক থেকে সেটি বিবেচনা করতে হবে।

৭। খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম যেমন- ওএমএস, ভিজিএ, ভিজিডি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখতে হবে।

৮। সরকারের চলমান কার্যক্রম যেমন- সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, একটি বাড়ি একটি খামার, জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প ইত্যাদি কর্মসূচীতে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির জন্য কোটা সংরক্ষণ রাখতে হবে।

৯। দরিদ্র-বিত্তহীন প্রতিবন্ধীদের জন্য রেশনিং প্রথা চালুর জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।

১০। দুর্যোগ কালীন ও জরুরী অবস্থায় প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতার জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

১১। সহিংসতা-নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধীদের বিশেষ করে নারীদের আইনি ও চিকিৎসা সহায়তার লক্ষ্যে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া দরকার।

১২। ভূমিহীন হতদরিদ্র প্রতিবন্ধীদের মধ্যে খাসজমি বিতরণের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

১৩। উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদেও বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা অত্যন্ত জরুরী।

এক কথায় বলা যেতে পারে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজেরই অংশ। তাই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই তাদের সমান প্রবেশাধিকার থাকা দরকার। তাদেরকে উপেক্ষা করে বা বাদ দিয়ে সমাজ-দেশ কখনও এগিয়ে যেতে পারেনা। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কখনও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে বাদ দিয়ে হতে পারেনা। তাই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিতে হলে, তাদেরকে মানুষের মর্যাদা দিতে হলে, প্রয়োজন জাতীয় বাজেটে তাদের জন্য অধিক বরাদ্দ। প্রতিবন্ধী গোষ্ঠিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কেবল সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কিংবা গুটিকয়েক এনজিও প্রতিষ্ঠান নয় প্রয়োজন সকল মন্ত্রণালয়ের সমান অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা। পাশাপাশি দেশের সকল নাগরিককে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির প্রতি যথাযথ সংবেদনশীল, আন্তরিক ও সহযোগী হতে হবে এবং তাদের উন্নয়নের জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। তবেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অংশগ্রহণ ও যথাযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে এবং দেশও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।

তথ্যসূত্র

১। প্রতিবন্ধী অধিকার ঃ বাজেট ও প্রাসংগিক ভাবনা - ড. আবুল বারকাত
২। প্রতিবন্ধী ও মানবাধিকার ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে- (ADD)
৩। বাংলাদেশ গেজেট ঃ প্রকাশ এপ্রিল ৯, ২০০১
৪। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান।